১৭-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা : - মায়ার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য বাবার স্মরণ নাও, ঈশ্বরের স্মরণে এলে ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে"

প্রশ্ন : - তোমরা বাচ্চারা কোন্ পুরুষার্থে মন্দিরে পূজার যোগ্য হও ?

উত্তর : - মন্দিরে পূজার যোগ্য হতে হলে ভূত থেকে বাঁচার পুরুষার্থ করো । কখনোই কোনো ভূতের প্রবেশ হওয়া উচিত নয় । যদি কারোর মধ্যে ভূত দেখো, কেউ যদি ক্রোধ করে বা মোহের বশীভূত হয়ে যায়, তার থেকে পৃথক হয়ে যাও । নিজের কাছে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো । সত্যিকারের রাখী বাঁধো ।

গীত : - তোমাকে ডাকতে মন চাইছে...

ওম শান্তি । ভক্ত সর্বদা ভগবানকে ডাকে । ভগবানকে পরমপিতা বলা হয় । বলা হয় -- হে পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো । তাহলে অবশ্যই সব পতিত, কেননা এ হলো রাবণ রাজ্য, পাঁচ বিকার এখানে সর্বব্যাপী । এমন নয় যে সত্যযুগেও পাঁচ বিকার সর্বব্যাপক হবে । তাকে তো বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । এ হলো সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া । ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো -- এ আমরা ভুলে গেছি । মন্দিরে গিয়ে আমরা দেবতাদের মহিমা করি যে, আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী । এ হলো বিকারী দুনিয়া, তাই বাবাকে ডাকতে থাকে । বাবা এসে সম্পূর্ণ বিকারীদের স্মরণে নেন । শরণাগত তো হয়, তাই না । এখন সকলেই রিফিউজি, তাই তারা ডাকতে থাকে । আত্মা বাবাকে ডাকতে থাকে -- বাবা, আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছি, তুমি এসে আমাদের নির্বিকারী বানাও । একজন অন্যজনকে মারতে থাকে তাই তাদের ডেভিল বলা হয় । ভারত ছিলো দৈবী রাজত্ব --মানুষ এ কথা জানে না । বরাবর ভারত দেবী দেবতাদের ভূমি ছিলো, তারা এখানে রাজত্ব করতেন কিন্তু অর্ধেক কল্প ধরে মায়া ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পতিত বানিয়ে দিয়েছে, তাই মানুষ বলে, এখন তুমি এসে আমাদের এই পতিতদের শরণ নাও । এখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা দত্তক নিয়েছেন - ভবিষ্যতের দেবী - দেবতা হওয়ার জন্য । এ হলো ঈশ্বরীয় গড ফাদারলী মিশন, পতিতকে পবিত্র আর কাঁটাকে ফুল বানানোর মিশন । বাচ্চাদের কাজই হলো, পরমপিতা পরমাত্মার মতে চলে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা, নরকবাসীকে স্বর্গবাসি করা । তোমরা বলো, ও গড ফাদার, তাহলে তোমরা তো তাঁকে জানো, তাই না । তাহলে এমন আর বলবে না যে, পরমাত্মা কোথায় ! আরে, আত্মা তো বলে, ও গড ফাদার । আত্মা পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে, তাঁকে এই চোখে দেখাও যায় না । আত্মাকেও দেখা যায় না । এ তো বোঝার মতো কথা । আত্মা হলো জ্যোতি স্বরূপ । পরমপিতা পরমাত্মারও একই রূপ । বাবা বলেন যে, তোমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করো । তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী আর এই শরীর বিনাশী । আত্মাই শরীর ত্যাগ করে । তারা বলে, আমাদের বাবার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আত্মা তো মরে না । আত্মাকে ডাকা হয় । এ কথা তোমরা এখন বুঝতে পারো । বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ মাত্র বাবাকে একদম জানে না তাই নিজেদের মধ্যে কতো লড়াই ঝগড়া করে । এখনো জানা নেই যে মুষল দিয়ে কি করবে ! এদেরই ডেভিলস বলা হয় । বাবা বলেন আমি এমন খারাপ সৃষ্টি থোড়াই রচনা করি । বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন । স্বর্গের মালিক বানান । তাহলে অবশ্যই

বাবাকে আসতে হবে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি এসেছি, যারা পতিত - দুঃখী হয়ে গেছে তাদের সদা সুখী বানাতে । সেখানে কেউই এই কথা বলবে না যে, পতিত - পাবন এসো, অথবা, ও গড ফাদার দয়া করো । ওখানে এইভাবে কেউই বলবে না -- পতিত - পাবন এসো বা গড ফাদার দয়া করো । এমনভাবে কেউই ওখানে ডাকে না, কারণ সবাই সেখানে সুখী । দুঃখের সময় সবাই স্মরণ করে । আত্মাই স্মরণ করে । শরীরের সাথে সুখ - দুঃখ হয় । শরীর না থাকলে আত্মা সুখ -দুঃখ থেকে পৃথক । বাবা বলেন যে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনার নাম ব্রহ্মা রাখি । কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না, তখন মনে করা হয় - এ পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার যোগ্য নয় তাই শ্রীমতে চলে না । এ হলোই আসুরী রাবণ সম্প্রদায় । রাবণকে তো প্রতি বছরই জ্বালানো হয় । এ হলো নমুনা । প্রতি বছরই রাখী বাঁধে কিন্তু পবিত্র থাকে না । রাখী বাঁধায় আবার অপবিত্র হয়ে যায়, তাই বছর বছর রাখী বাঁধায় । রাখী হলো পবিত্রতার নিদর্শন । বিকারীদের রাখী পাঠিয়ে বলা হয় যে, প্রতিজ্ঞা করো আমরা পবিত্র থাকবো । পবিত্র হলে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্য পাবে ।

বাবা বলেন -- আমি এসেই তোমাদের সকলকে পূজ্য বানাই । এখন তোমরা পূজারী । কোণে কোণে তোমরা দেবতার পূজা করে ধাক্কা খেতে থাকো । আমি তোমাদের এই ধাক্কার থেকে মুক্ত করে লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো পূজ্য বানাই । তোমরা এখানে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য । অর্ধেক কল্প তোমরা মায়ার থেকে পীড়িত হয়ে এখন পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণ নিয়েছো । মাম্মাও তাঁর স্মরণ নিয়েছে । এই বাবাও শিববাবার স্মরণ নিয়েছে । তাঁর তো নিজের শরীর নেই । তাঁর নামই হলো শিব । শিববাবার নাম কখনো পরিবর্তন হয় না । মনুষ্য আত্মার নাম পরিবর্তন হতে থাকে । তারা ৮৪ নাম পায় । এই কথা মানুষ জানে না । ৮৪ জন্ম বলে কিন্তু ৮৪ জন্ম কারা নেয় তা কেউ জানে না । ভারতবাসী যাঁরা দেবী - দেবতা ছিলেন, তাঁরাই ৮৪ জন্ম নেন । এ হলো বেহদের ড্রামা । এ তো মানুষকেই জানতে হবে । তোমরা জানো যে, গড ফাদারই হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকে স্বর্গের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । ভারত ছিলো স্বর্গ । সেই আশীর্বাদী বর্সা মায়া রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে । এখন আবারও সেই মায়াকে জয় করতে হবে । মায়াজিতের অর্থ হলো জগতজিত । রাবণের কাছে হেরে গিয়ে ডেভিল হয়েছো, এখন আবার দেবতা হতে হবে । কাঁটাকে কলি, কলিকে আবার ফুল বানাতে হবে । মায়ার তুফান এলে এই কলি বা ফুল ঝরে যায় । মাতা - পিতার হয়ে আবার তালাক দিয়ে দেয় ।এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । তিথি - তারিখ সমেত প্রমান দিয়ে বোঝানো হয় - এ হলো মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো ঝাড়, উপরে আছে বীজ, তাই তো সবাই ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে । বোঝার জন্য এই জ্ঞান খুবই গভীর । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, সব আত্মাদের যিনি বাবা, আমরা তাঁকেই স্মরণ করি । আমরা সবাই ভাই - ভাই । সকলেরই বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । একে ব্রাদারহুড বলা হয় । তোমরা হলে ভাই - ভাই, তাই বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্সা পেতে হবে । বাবা সবাইকেই সুখ - শান্তির অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা দেন । বাবা এসে আমাদের টিচার রূপে পড়ান তারপর সদ্গুরু হয়ে সাথে নিয়ে যান । সত্য একমাত্র গড ফাদারকেই বলা হয় । এ হলো তাঁর সৎসঙ্গ । সৎ সঙ্গই উদ্ধার করে । এখন বিনাশ হতেই হবে । সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে যেতে হবে । মানুষ বলে - আমার তরী পার করো, আমরা বিষয় সাগরে ডুবে আছি । তাই বাবাকে আসতে হয় শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাবার জন্য । অর্ধেক কল্প হয় সুখধাম আর অর্ধেক কল্প হলো দুঃখধাম । এই ভারত সম্পূর্ণ পতিত আর ভোগী হয়ে গেছে । একে যোগী বলা হবে না । সত্যযুগ আর

ত্রেতাকে বলা হয় যোগেশ্বরের রাজ্য । কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয় । ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে পদ পেতে হবে, যা তোমরা এখন পাচ্ছো । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । যিনি বোঝান তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । মানুষ জ্ঞানের সাগর হয় না । এই ব্রহ্মা বাবা নিজেকে জ্ঞানের সাগর বলেন না । তোমরা এখন মাস্টার জ্ঞানের সাগর তৈরী হচ্ছো । তোমরা জ্ঞানের সাগরের থেকে সমস্ত জ্ঞান শোষণ করে নাও । সমস্ত জ্ঞান যখন ধারণ হবে তখন তোমরা প্রালব্ধ পাবে । বাবা তখন নির্বাণধামে চলে যাবেন । তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এই আশীর্বাদী বর্সা নাও । এই জ্ঞানেই তোমরা সেই দেবী - দেবতার মতো সদা সুখী হয়ে যাও । এখন তোমরা ঈশ্বরের স্মরণে আসছো । বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন । বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন । যারা পরশ পাথরের তুল্য বুদ্ধির হবে, তারাই এমন হতে পারবে ।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবার থেকে কল্প - কল্পের জন্য অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিই । মায়া তা হরণ করে নেয়, তখন আমি আবার এসে তোমাদের সুখ - শান্তির আশীর্বাদী বর্সা দিই । রাবণ তোমাদের দুঃখের বর্সা দেয় আর রাম দেয় সুখের বর্সা । কতো জন্ম,কতো সময় তোমরা দুঃখ আর সুখের বর্সা পাও - সেও আমি তোমাদের বলে দিই । বাবা বলেন যে - তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো । আমি আত্মা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । ব্যস, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা বিকর্মজিত রাজা হয়ে যাবে । বিকর্মজিত রাজার সংবত্ এক থেকে শুরু হয় আর বিক্রম সংবত্ ২৫০০ বছর পরে শুরু হয় । বিকর্মজিত আর বিক্রম, ভারতবাসীদের দুই সংবত । বিক্রমের সংবত সবাই জানে । বিকর্মজিতের সংবত ভুলে গেছে । এই হলো পড়া ।

তোমরা দেখো, মুরলীও কতো যাত্রা করে । না হলে গোপ - গোপীনিদের কাছে মুরলী কিভাবে পৌঁছাবে ? টেপও যায় । সব সেন্টারেই টেপ শুনবে । এই মুরলী হলো আশ্চর্যের । এর জন্যই গায়ন আছে যে গোপীরা ছটফট করতো । বাবা বলেন যে - আমি পতিত দুনিয়াতেই আসি । সত্যযুগে দেবতাদের অপার সুখ থাকে । এমন সুখ কেউই পাবে না । তাঁরা হীরে - জহরতের মহলে থাকে । এখানে তো সোনা কতো দামী । ওখানে তো তোমরা সোনার ইটের মহল বানাবে । সেখানে হীরে লাগানো থাকে । বাবা বাচ্চাদের কি থেকে কি বানিয়ে দেয় । কেবল পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে । ক্রোধের ভূত থাকা উচিত নয় । মনে করা হয়, এর মধ্যে ভূতের প্রবেশ ঘটেছে, একে পৃথক করে দাও । অনেকেই আছে, যাদের এখনো মোহ নষ্ট হয় নি । বাঁদরদের যেমন মোহ থাকে, তেমন বাচ্চারাও মোহে আটকে যায় । বাঁদরদের মধ্যে সবথেকে বেশী বিকার থাকে । তোমাদের এখন আমি বাঁদর থেকে মন্দিরের যোগ্য বানাচ্ছি ।

রাখী বন্ধনের রহস্যও বোঝানো হয়েছে । রাখী বাঁধার কোনো কথা নয় । এ হলো বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করা । মিষ্টি বাবা, বেহদের বাবা, অর্ধেক কল্প আমরা ভক্তরা আপনাকে স্মরণ করেছি । এখন আপনি এসেছেন আমাদের বৈকুন্ঠের মালিক বানাতে, তাই আমরা আপনার সাহায্যকারী হই । আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা কখনো অপবিত্র হবো না । আমরা পবিত্র হয়ে এই ভারতকে পবিত্র করবো । এ কতো সহজ কথা । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণ -ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) শ্রীমতে চলে পতিত দেবতাদের পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে । বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) জ্ঞানের সাগরের সম্পূর্ণ জ্ঞান শোষণ করতে হবে । বাবার স্মরণে বিকর্মকে দগ্ধ করে বিকর্মজিত হতে হবে ।

বরদান :-- শ্রেষ্ঠ জীবনের স্মৃতির দ্বারা বিশাল স্টেজে বিশেষ অভিনয় করে হিরো পার্টধারী ভব

বাচ্চারা, ব্রহ্মা বাবা তোমাদের দিব্য জন্ম দেন -- তিনি পবিত্র ভব , যোগীভব - এই বরদান দিয়েছেন । জন্ম মাত্রই বড় মায়ের রূপে পবিত্রতার প্রেমে পালনা করেছেন । সদা খুশীর দোলায় দুলিয়েছেন, সর্বগুণ মূর্ত, জ্ঞান মূর্ত, সুখ - শান্তি স্বরূপ হওয়ার গান রোজ শুনিয়েছেন, এমন মাতা - পিতার শ্রেষ্ঠ সন্তান হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, এই জীবনের গুরুত্বকে স্মৃতিতে রেখে বিশ্বের বিশাল স্টেজে বিশেষ অভিনয় আর হিরোর অভিনয় করো ।

স্লোগান :-- বিন্দু শব্দের গুরুত্ব বুঝে বিন্দু হয়ে, বিন্দু বাবাকে স্মরণ করাই হলো যোগী হওয়া ।